মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, নবম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদ্‌যাপন
সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসব

মানুষের মধ্যে অসংখ্য পৃথিবী তৈরি করে পাঠাভ্যাস

"পাঠাভ্যাস মানুষের পরিধি বিস্তৃত করার সঙ্গে সমাজ ও মানুষকে আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যে অসংখ্য পৃথিবী তৈরি করে পাঠাভ্যাস। রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'কে সামনে নিয়ে আসতে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর সম্পৃক্ততা, গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজন এবং রোকেয়ার প্রতি সম্মান জানিয়ে পাঁচ নারীর পাহাড়ে আরোহন ঘিরে এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।" ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ বিকেল তিন দিনব্যাপী সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন সম্মানিত অতিথি, বাংলাদেশে ইউনেস্কো প্রতিনিধি ও অফিস প্রধান সুজান ভাইজ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগার সাথে নিয়ে সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছিল ৮ ডিসেম্বর ২০২৪। এদিন সমাপনী উৎসবে মেতে ওঠে গ্রন্থাগারসমূহের পাঠক, কর্মী ও সংগঠকবৃন্দ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন শিশু-কিশোর, পাঠগার সদস্যদের সমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে। উৎসবের প্রথম দিনে প্রদর্শনী, নাচ-গান, আবৃত্তি, নানা আয়োজনের পর বিকেলে আলোচনা ও পুরস্কার প্রদান পর্বের শুরুতেই অভিযানের উপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুদেষ্ণা স্বয়ংপ্রভা তাথৈয়ের নৃত্যধারণা ও পরিচালনায় নারী অধিকার ও কিশোরীদের স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষায় নির্মিত 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' শীর্ষক নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যনন্দনের শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটা বাংলাদেশ চাই যেখানে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ হবে। তরুণরা যুক্তি দিয়ে পারিপ্বার্শিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবে।' মুক্তিযুদ্ধে

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'সুলতানার স্বপ্ন'পাঠ : গ্রন্থাগার আয়োজিত প্রদর্শনী

"রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়, বিশ্বের কোথায় পৌঁছে দেওয়া যায় তার উদ্‌যোগ নেওয়া সম্ভব হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সৌজন্যে। তারাই প্রথম ভেবেছেন সুলতানার স্বপ্নের মতো আমাদের একটা ঐশ্বর্য আছে। এটা আমরা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করতে পারি।" ইউনেস্কোর সহায়তায় ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ সকালে তিন দিনব্যাপী 'সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসব'-এর উদ্বোধন করে বলেন নাট্যগুরু ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমরাও নতুনভাবে ভাবতে পারো সুলতানার স্বপ্নকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, রোকেয়া আলোকবর্তিকা হয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের যেসব ঐতিহ্য আছে সেগুলো যদি আমরা পাঠ করি তাহলে আমরা তার মর্ম বুঝতে পারবো এবং দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।'

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-এর 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থপাঠ উৎসবের আয়োজন হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভাস্কর্য প্রাঙ্গণে। সকাল থেকেই জাদুঘর প্রাঙ্গণ মেতে ওঠে উৎসবের আবহে। এতে যোগ দেয় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী ২৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সদস্যসহ প্রায় সাতশ পড়ুয়া শিক্ষার্থী। তারা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন'

গ্রন্থের পাঠ-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছে নানাভাবে। উৎসবের প্রদর্শনীতে বই আকৃতির বোর্ড সাজানো হয় দেয়ালিকা, পোস্টার, ব্যানার, রোকেয়ার চিঠি ও বাণী দিয়ে। উৎসবে আয়োজিত হয়েছে চিত্রাঙ্কন, লাঠিখেলা, নাচ-গান, জারি গান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি। পাঠাগারগুলোর সদস্যরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এসবের মধ্য দিয়ে 'সুলতানা'র স্বপ্ন পল্লবিত হয়েছে নানা প্রাণে। শিক্ষার্থীরা সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়ায় ফুটিয়ে

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপন

চিন্তায় বিপ্লব ঘটানোর এক উৎসব

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড-এ স্থান পাওয়ার গৌরবময় স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে 'সুলতানার স্বপ্ন : গ্রন্থপাঠ উদযাপন' কর্মসূচি ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ উদ্বোধন করা হয়। এই কর্মসূচি ঘিরে ৩০ জানুয়ারি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ আয়োজন করা হয় তিন দিনব্যাপী সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপন উৎসব।

উৎসবে অংশ নেয় ২৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগার।

এর আগে তিনটি পর্যায়ে পাঠাগারের সদস্যরা পাঠ-প্রতিক্রিয়া লেখার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই ব্যতিক্রমী আয়োজনটি শুধু বইপড়া ও মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং প্রতিটি পাঠাগার দুই মাস জুড়ে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ কর্মসূচি। পুরো সময়টায় পাঠাগারের সদস্যরা তাদের উপলব্ধি, অনুভব ও অনুপ্রেরণাকে তুলে ধরেছেন গান, কবিতা, পুঁথি রচনা, জারিগান, চিত্রাঙ্কন, দেয়াল পত্রিকাসহ নানান সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে।

সমাপনী উৎসবে তারই প্রতিফলন ঘটে। এর মধ্য দিয়ে পাঠাগারগুলো তাদের নিজস্ব ধারণা বিনিময়ের সুযোগ পান, যা এই আয়োজনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

উৎসব আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থের চিন্তাকে প্রসারিত এবং বর্তমান প্রজন্মকে বই পাঠে উৎসাহিত করা। আমি নিজেও এই গ্রন্থটি প্রথমবারই পড়েছি। ১২০ বছর আগে লেখা গ্রন্থটি বৈচিত্র্যময়। পড়তে গিয়ে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে যে, এটি সেই সময়ের এক বাঙালি নারীর লেখা! যখন অধিকাংশ নারীর গোটা জীবন কেটেছে অন্দরমহলে। যখন বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, শিক্ষায় এতটা অগ্রসর ছিল না নারী তখন রোকেয়া যে ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছেন তা আজও আমাদের জন্য দিক নির্দেশনামূলক হয়ে আছে।

এই পুরো কর্মসূচির মধ্যে লক্ষ্য করেছি পাঠাগারের কিশোরী সদস্যরা বইটি পাঠের পর তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এখন আরও দৃঢ়। তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের স্বপ্নের কথা বলছে এবং সেই স্বপ্ন পূরণের পথ খুঁজছে। অন্যদিকে কিশোর সদস্যরা উপলব্ধি করতে পেরেছে, সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য নারী-পুরুষের সমতা অনস্বীকার্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতাই সমাজের অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি। তারা রোকেয়া সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক। সব মিলিয়ে এটি ছিল চিন্তায় বিপ্লব ঘটানোর এক উৎসব।

এই আয়োজনের অনুপ্রেরণাদায়ক অংশগুলোর একটি 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' শিরোনামে পাঁচ নারীর হিমালয় অভিযানের কাহিনী। তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা ভেঙে পর্বতচূড়ায় অভিযান পরিচালনা করেছেন। নারী সক্ষমতার এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই অর্জন কেবল পাঁচ নারীর নয় বরং প্রতিটি নারীর যারা সমাজের বাঁধাধরা নিয়মকে অতিক্রম করে নিজের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে যেতে চায়। নারী যখন স্বপ্ন দেখে এবং এগিয়ে যায় তখন সে শুধু নিজেকে নয় বরং পুরো সমাজকে এগিয়ে নেয়। সে কারণেই রোকেয়া এবং সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থটি আজও এতটা প্রাসঙ্গিক।

৩০ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উৎসব যেন রোকেয়ার দেখা স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন হয়ে উঠেছিল। পাঠাগারের সদস্যরা তাদের বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে নারীর শক্তি, স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার নিদর্শন তুলে ধরেন। সেই মুহূর্তে অনুভব করি, রোকেয়ার স্বপ্ন শুধু কল্পনা নয় এটি বাস্তবায়নযোগ্য!

এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পাঠাগারের সদস্য ও সংগঠক উপস্থিত ছিলেন। একটিমাত্র ছোট গ্রন্থ কতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা দেখে আমি অভিভূত। পাঠাগারের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সৃজনশীল প্রকাশ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও ইউনেস্কোর আন্তরিক সহযোগিতা সব মিলিয়ে এটি ছিল আমার দেখা এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এখন প্রত্যাশা এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও অনেক বিস্তৃতি পাক; আরও বেশি মানুষ রোকেয়ার স্বপ্নের সঙ্গে পরিচিত হোক এবং সমাজ পরিবর্তনের পথে আমরা অনেক সামনে এগিয়ে যাই।

সায়েরা সরকার সুমি
আহ্বায়ক, শিশুকিশোর মেলা পাঠাগার

সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

ষোড়শ মাসিক বক্তৃতা

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস কর্তৃক আয়োজিত ১৬তম মাসিক বক্তৃতা। এবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল Birangona Women of Bangladesh : Bearing the Unbearable Burden of the Past, Present and Future। এই আয়োজনে বক্তা ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিসা গাজী। যিনি দীর্ঘদিন ধরে বীরাঙ্গনাদের জীবন সংগ্রাম, স্মৃতি ও তাঁদের সাক্ষ্য সংরক্ষণে নিবেদিত রয়েছেন। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারা যাকের।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এক অনন্য অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। নারীরা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবন বাজি রেখেছিলেন। পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক ধর্ষণ, নির্যাতনের শিকার হওয়া সেই নারীরা আজও শরীরে সেই বিভৎস স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই সমস্ত গল্পগুলো পড়ে আছে ইতিহাসের কোন এক কোণায়। আলোচক লিসা গাজীর বক্তব্য ও প্রামাণ্য চিত্রগুলোর মাঝেই এই কথাগুলো ফুটে উঠেছে।

তিনি বলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধ কৌশলের অংশ হিসেবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় ২ থেকে ৪ লক্ষ নারীদের উপর নির্বিচারে যৌন সহিংসতা, ধর্ষণ এবং গণহত্যার এক সুপরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। তিনি আরও বলেন, পরিপক্ব গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ অস্ট্রেলিয়ান গাইনোকোলজিস্ট ডা. ডেভিস ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের ব্যানারে এসেছিলেন বাংলাদেশ কাজ করতে। ডা. ডেভিস উল্লেখ করেন যুদ্ধের পরে ধর্ষিতা নারীদের আত্মহত্যার ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। লিসা গাজী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এই বিংশ শতাব্দীর ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রথম নথিভুক্ত যুদ্ধগুলোর একটি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই বীরাঙ্গনা নারীরা

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রতিবছরের মতো এবারও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার রজত জয়ন্তীর এই বছরে সকাল নয়টার পূর্বেই জাদুঘর প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণায় আয়োজনটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। শিশু-কিশোরেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ছবি আঁকে। শিশুদের ছবি আঁকার বিষয় ছিল উন্মুক্ত আর কিশোরদের বিষয় 'মুক্তিযুদ্ধ'। চিত্রাঙ্কন শেষ হওয়ার পরপরই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় শিশু-কিশোরেরা গান, ছড়া ও কবিতায় মুগ্ধ করে রাখে দর্শকদের। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ বরেণ্য শিল্পী রফিকুন্নবী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, চিত্রশিল্পী মনিরুজ্জামান এবং শিল্পী অশোক কর্মকার প্রমুখ। পুরস্কার প্রদানের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিখ্যাত টোকাই ছবির স্রষ্টা শিল্পী রফিকুন্নবী বলেন, ছোটদের উপর কিছু চাপিয়ে দেয়া বা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পরামর্শ দেওয়া বড়োদের উচিত নয়। শিশুরা তাদের মতোই ছবি আঁকলে রং চিনতে পারে, পরিবেশ বুঝতে পারে এবং ছবি আঁকার প্রতি মনোযোগ বাড়ে। স্বাধীনভাবে ছবি আঁকতে দিলে তারা আনন্দে কাজ করে, রং লাগায়, ছবি আঁকে এবং আনন্দে বিষয় বাছাই করে ধৈর্য্য ধরে বসে বসে তা কাগজের মধ্যে রঙের মাধুরী দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। আমরা শুধু তাদের সৃষ্টিশীল ভাবনার প্রতিফলন ছবির প্রতি নজর রাখব। তিনি মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা ঐতিহাসিক মামলা এবং উনসত্তরের ভূমিকা ও সার্জেন্ট জহুরুল হকের কথা তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের উপলব্ধি হয়েছে যে শুধু স্কুলের বই পড়লে চলবে না ওরা কিছু গান শিখুক ও ছবি আঁকুক। বিশেষ করে যে ছবি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে। আপনাদের এই আগ্রহের জন্য অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি সার্জেন্ট জহুরুল হক সম্বন্ধে বলেন, যে মানুষটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন তিনি উপলব্ধি করেছিল যে আমি একটা পরাধীন দেশে রয়েছি এই দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে এবং এটা একাত্তরের অনেক আগে। একাত্তরের অনেক আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করা বেশ কয়েকজন মানুষ দেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে যে চেষ্টাটা করেছেন এটা ধরা পড়ে গেলে তাদেরকে সেনানিবাসে বন্দি করে রাখে। সেই সেনানিবাস থেকে সার্জেন্ট জহুরুল হক, সার্জেন্ট ফজলুল হক, কর্ণেল শওকত আলী, কমান্ডার মোয়াজ্জেম এবং তাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাদের কারাগারে বন্দি করে। সেই কারাগারের মধ্যেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। এমন আত্মত্যাগী বীরদের আমরা যদি শ্রদ্ধা না জানাতে পারি তাহলে এগোবো কী করে। এটি সত্য, স্বাধীন দেশে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষাতো পুরণ হয়নি। কিন্তু ২০২৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন সার্জেন্ট জহুরুল হক-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করি তখন আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে কোন অবস্থাতেই, কোন উছিলাতে, কোন অজুহাতে, কোন কৌশলে আমরা যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলে না যাই এবং কোন কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবহেলা না করি।

সবশেষে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। আলোচনার পর প্রতি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিশুকেই সনদ দেওয়া হয়। আনন্দঘন পরিবেশে সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।

রনিকা ইসলাম
কর্মসূচি কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

'সুলতানার স্বপ্ন'পাঠ : গ্রন্থাগার আয়োজিত প্রদর্শনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তোলে নারীর প্রতি সম্মানসূচক বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি। এছাড়া আভিযাত্রী দলের হয়ে পাঁচজন নারী, যাদের 'পঞ্চকন্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে তাদের একটি স্টল বা বুথ উৎসবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারা ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জন উপলক্ষে 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' বাণী বহন করে প্রথমবারের মতো শীতকালে অভিযান করে এসেছেন হিমালয়ের কয়েকটি চূড়া। তারা পর্বোতারোহনের কিছু উপকরণ প্রদর্শন করেন। প্রতিদিন বিকেলে আয়োজিত হয় পিঠা উৎসব। সেখানেও অংশগ্রহণকারী সকলে শীতকালীন পিঠার স্বাদে মেতে ওঠেন গল্পে-আড্ডায়।

উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক তুষার চন্দন। বিকেলে জাদুঘর মিলনায়নে 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থের পাঠপ্রতিক্রিয়া লেখা প্রায় তিনশ শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান এবং তিন বিভাগে সেরা পঁচিশ জনকে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি এবং অফিস প্রধান সুজান ভাইজ।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসবে অংশগ্রহণকারী ২৭টি পাঠাগার

মুকুল ফৌজ পাঠাগার, দনিয়া পাঠাগার, শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার, শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগার, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আউয়াল পাবলিক লাইব্রেরী, রহমান মাস্টার স্মৃতি পাঠাগার, শুচি পাঠচক্র ও পাঠাগার, গোলাম আবেদীন মাস্টার ও রেফাতুন্নেছা গ্রন্থাগার, সীমান্ত গ্রন্থাগার, ডাক্তার জমিল স্মৃতি পাঠাগার, আফরোজা আক্তার স্মৃতি পাঠাগার, শিশু-কিশোর মেলা পাঠাগার, আলোকবর্তিকা গ্রন্থালয়, মুক্তি গণপাঠাগার, সৃষ্টি পাঠোদ্যান, অনির্বাণ পাঠাগার, উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদ, শহীদ আজাদ স্মৃতি পাঠাগার, গ্রন্থবিতান, ঈমান-সালিম লাইব্রেরী, লেখক-পাঠক পাঠাগার, জ্ঞানবীক্ষণ পাঠাগার, কামাল স্মৃতি পাঠাগার, তাহমিনা ইকবাল পাবলিক লাইব্রেরী ও বেরাইদ গণপাঠাগার।

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ প্রতিক্রিয়া : সেরা দশের তিনটি (সংক্ষেপিত)

স্কুল পর্যায় : আমার চোখে সুলতানার স্বপ্ন

বাংলা সাহিত্যে নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তাঁর লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন' বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ রচনা যা বিশেষভাবে নারী-মুক্তি এবং সমাজে নারী-পুরুষের সমতার ধারণাকে কেন্দ্র করে লেখা। তিনি এই রচনার মাধ্যমে নারীর অধিকার, শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত এই বইটি মূলত একটি কল্পকাহিনী কিন্তু এর মধ্যে নিহিত রয়েছে শক্তিশালী সমাজ সংস্কারের বার্তা।

সুলতানার স্বপ্ন কল্পনাপূর্ণ রচনা, যেখানে প্রধান চরিত্র সুলতানা এক রাতের স্বপ্নে এমন এক পৃথিবী দেখতে পান যেখানে নারী শাসন করছে এবং পুরুষ তাদের অধীন। এই স্বপ্নের পৃথিবীতে নারী-শক্তির উত্থান ঘটে এবং পুরুষ তাদের সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করছে। এটি এক ধরণের আদর্শ সমাজের মডেল যেখানে নারী-পুরুষের কোনো বৈষম্য নেই।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সুলতানার স্বপ্ন রচনার মাধ্যমে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষার আগ্রহ এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের মূল বার্তা হলো, নারী যখন শিক্ষা ও সুযোগ পায় তখন সে সমাজের শাসক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুলতানার স্বপ্নে নারী সকল ক্ষেত্রে পুরুষের থেকে এগিয়ে; তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যসহ সমস্ত ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন তাঁর রচনায় সমাজের বৈষম্যমূলক বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে একটি আদর্শ সমাজের কথা বলেছেন, যেখানে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজের সব শ্রেণি একযোগে কাজ করবে।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজে নারী দীর্ঘকাল ধরে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীকে পুরুষের তুলনায় নিচু এবং নিষ্ক্রিয় হিসেবে দেখা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারী-পুরুষের অধিকার সমান হওয়া উচিত কারণ মানবাধিকার লিঙ্গের ভিত্তিতে নির্ণীত হয় না। তাঁর উপন্যাসে নারীর জন্য এমন এক সমাজের কল্পনা করা হয়েছে যেখানে নারীরা পুরষের মতো মুক্তভাবে চিন্তা করতে, কাজ করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি শুধু নারীর জন্য নয় একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনার মাধ্যমে কেবল সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির গভীর সমালোচনা করছেন। তিনি জানতেন, সেই সময়ে নারীরা কতটা অবহেলিত এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের অবস্থান কতটা নাজুক। তাই তিনি এই কল্পনাপূর্ণ উপন্যাসে একটি আদর্শ সমাজের কল্পনা করে পাঠকের মনে এক ধরণের জাগরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল মানুষকে বোঝানো যে, সমাজে নারীর অবস্থান এবং অধিকার উন্নয়ন সম্ভব, যদি তার জন্য সঠিক পরিবেশ এবং সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

'সুলতানার স্বপ্ন' কেবল একটি রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী নয়, এটি একটি শক্তিশালী সমাজচিন্তার উদাহরণ। উপন্যাসটি নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব, তাদের ক্ষতায়ন এবং সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

রোকসানা আক্তার ঋতু
সৃষ্টি স্কুল, দশম শ্রেণি, রোল : ২
পাঠাগার : গ্রন্থবিতান

কলেজ পর্যায়
আমার চোখে সুলতানার স্বপ্ন-এর প্রাসঙ্গিকতা

আজ থেকে ১২০ বছর আগে সুলতানা একা স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নটা আমি আজ ২০২৫-এ এসেও দেখি। কতটা দূরদর্শী হলে একজন নারীর স্বপ্ন শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়ার পরও আজ বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা হতে পারে! কোনো দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে আড়ালে রেখে উন্নতির স্বপ্ন যে দিবাস্বপ্ন, তা তিনি ঘোষণা করেছিলেন ১৯০৫ সালেই। জাতিসংঘ ১৯৭৬ সালে 'ইউনিফেম' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ শুরু করেছে। অথচ এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৯০৫ সালেই। ১০০ বছর আগে তাঁর স্বপ্ন আজ উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

'উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়'- আমি প্রতিনিয়তই দেখি বাল্যবিবাহের জন্য কত ভবিষ্যৎ পরিণত হয় দুঃখভরা অতীতে। স্বপ্ন দেখার আগেই স্বপ্ন দেখার পথরুদ্ধ হয় শত কিশোরীর। সুলতানার স্বপ্নে ২১ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিল ১৯০৫ সালে। আমরা আজও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বাল্য বিবাহ বন্ধে। আমি অবাক হয়ে ভাবি তাঁর এই স্বপ্ন আজও কতটা যুগোপযোগী! নারীশিক্ষাকে নিশ্চিত করতে আজও আমাদের বেগ পেতে হচ্ছে। কেননা, ২০২৫ সালেও অনেকে নারীশিক্ষার গুরুত্বে সন্দিহান। অবাক করা ব্যাপার হলো, তিনি নারীর অধিকারে ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বারোপ করলেও পুরুষের অবদানকে ভূলুণ্ঠিত করেননি। তাহলে তো বৈষম্য রয়েই গেল। তাই তিনি দেখিয়েছেন শ্রমের বণ্টন। শিখিয়ে গেছেন,-'পুরুষ শরীর, রমনী মন' শারীরিক শ্রমকে পুরুষের হাতে ন্যস্ত করেছেন, মস্তিস্ক চালনার ভার নিয়েছেন নিজেদের উপর। কেননা, নারী-পুরুষের সমান অবদান ছাড়া উন্নয়ন সম্ভবই নয়।

আজ বিশ্ব যখন হুমকির মুখে, তখন আওয়াজ উঠেছে নাবায়নযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের। অথচ ১২০ বছর পূর্বেই তিনি বলেছেন নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির কথা। রান্নার কাজে সূর্যোত্তাপ ব্যবহারের আবেদন জানিয়েছেন। চলাচলের জন্য ব্যবহৃত বায়ুযান মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস নির্ভর। যা বন্ধ করবে পরিবেশ দূষণ, সড়ক দুর্ঘটনা, যানজট ও সময়ের অপচয়। কেবল নবায়নযোগ্য জ্বালানিই নয়, সুলতানার স্বপ্নে স্থান পেয়েছে পরিবেশ ও জীবন। আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা যখন পরিবেশ দূষণ, গাছ লাগানো বৃদ্ধি করতে এবং নানা কাজে আমরা শশব্যস্ত তখন কিন্তু সুলতানা আমাদের আগেই দেখিয়েছেন হৃদয়াকৃতির বাগানের মাঝে বাড়ি, তৃণাচ্ছন্ন রাজপথ, নাবায়নযোগ্য জ্বালানি, উদ্যান-পূর্ণ রাজ্য। কী নিখুঁত কল্পনাশক্তি! কী দূরদর্শিতা! আমি বরাবরই ভাবি ঢাকার এই সড়কে যদি গাড়ি না থেকে বায়ুযান থাকতো, অন্তত ঢাকাবাসী স্বস্তি পেত। এমনকি, আমরা গত কয়েক দশক আগে থেকে কৃষিকে প্রযুক্তি নির্ভর করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি, অবিশ্বাস্যভাবেই সুলতানার সেই স্বপ্ন আজ আমাদের অঙ্গীকার। আজ পৃথিবী নানা যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত। সকলেরই কাম্য শান্তিপূর্ণ সমাধান। উপন্যাসিকাটির যে বিষয় আমাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে তা হলো, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান। না-অস্ত্র, না-রক্ত, কেবল বুদ্ধি ও প্রযুক্তি (সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ যন্ত্র) দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করা! সুলতানা যেন আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত বাণীকেই তুলে ধরেছেন।

'চাই না মৃত্যু, চাই না রক্ত
চাই রক্তপাতহীন মুক্তি, চাই শান্তি।'

মোসাম্মৎ নুসরাত জাহান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
পাঠাগার : সীমান্ত গ্রন্থাগার

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় : নারীমুক্তি, সমাজমুক্তি ও সুলতানার স্বপ্ন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি লিখেছেন ১৯০৫ সালে। তখন সমাজ ছিল বহুগুণ রক্ষণশীল। নারীরা অনেকাংশে ছিল অচ্ছুৎ। গৃহস্থালি ছাড়া সমাজ-রাষ্ট্রের কোনো কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। সে কঠোর রক্ষণশীল সময়ে দাঁড়িয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত বলেছিলেন নারী অধিকারের কথা, বলেছিলেন নারীমুক্তির কথা। তিনি বলেছিলেন, নারীমুক্তি ছাড়া সমাজ-মুক্তি সম্ভব নয়। তিনি কেবল বলেই থেমে থাকেননি, তিনি তাঁর নারীমুক্তির দর্শন প্রয়োগও করেছেন বাস্তব জীবনে এবং তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক সকল কর্মকাণ্ডে। তখন থেকেই রোকেয়া আর নারী অধিকার সমার্থক।

২০২৫ সালে এসে নারীর সমাজরাষ্ট্রে অংশগ্রহণ বেড়েছে তবে রোকেয়ার প্রত্যাশিত নারীমুক্তি ঘটেনি। এখনও প্রত্যহ নারী পীড়নের শিকার হয়, এখনও নারী ধর্ষণের শিকার হয় প্রতিদিন। নারী ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা। এখনও পরিবারের এবং সমাজের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য বলে গ্রহণ করতে হয় নারীদের। নারীমুক্তি ঘটেছে কিনা সেটা একজন নারীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া দিয়ে বিচার করা যায় না। নারীমুক্তি ঘটেছে কিনা সেটা বোঝা যায় প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহকর্মী হালিমা বেগম, শ্রমিক নূরী খাতুন ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন কি-না, কিশোরী মেয়ে আলেয়ার ইচ্ছেগুলোর ডানা আছে কি-না সেটা দিয়ে।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পর্বতারোহী নারীদল হস্তান্তর করলো সুলতানার স্বপ্ন অবারিত অভিযানের পতাকা

প্রচণ্ড শীতে বরফঢাকা হিমালয়ের তিনটি শৃঙ্গে পাঁচ বঙ্গকন্যা উঠছে। দুর্গম যাত্রাপথে বিরূপ প্রকৃতির সাথে তাদের লড়াই, চুড়ায় উঠে তাদের আনন্দ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনের পর্দায় ভেসে উঠছে। পিনপতন নিস্তব্ধতা নিয়ে দর্শকরা দেখছেন সেই ছবি। গত ২৩ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' অভিযানের পতাকা প্রত্যর্পণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই এই অভিযান নিয়ে ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন ১৯০৫ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা সুলতানার স্বপ্ন এখনও আমাদের সমাজে প্রাসঙ্গিক। নারীরা এখনও পিছিয়ে আছে, তাদের জন্য আলাদা করে ভাবতে হবে। রোকেয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই এখন এই অভিযান রূপক অর্থে আমাদের সামনে এসেছে নারীর অগ্রগতির পথ হিসেবে। সেই চিন্তা থেকেই পাঁচজন মেয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ইউনেস্কো, মাস্টারকার্ডকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের দুর্গম পথে চলেছে। একটা ছেলের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে মেয়েদেরকে তুলনামূলক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এরকম উদ্যোগ আরও বেশি করে নিতে হবে যাতে মেয়েরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারি।

নিশাত মজুমদারসহ সুলতানার স্বপ্ন অবারিত দলের সকলে মিলে পতাকা প্রত্যর্পণ করার পর ইউনেস্কো বাংলাদেশের হেড অব কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক এনজেগমেন্ট নুসরাত আমিন বলেন যেখানে আমাদের স্বপ্ন দেখা নিয়ে কত বাঁধা, কত মানা সেখানে আমাদের পাঁচজন সুলতানা সেই স্বপ্ন জয় করে আজকে এখানে চলে এসেছে এবং সেই স্বপ্ন অবারিত। তার মানে এই স্বপ্নটা থামবে না। এই স্বপ্ন জয়ের যাত্রা চলতেই থাকবে। আমি বিশ্বাস করি একদিন এই স্বপ্ন সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে যাবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নানাপ্রান্তের সুলতানারা এই স্বপ্ন দেখবেন এবং এই স্বপ্নের পথে হাঁটবেন।

অনুপ্রেরণাদায়ক এমন দারুণ একটা অভিযানে যুক্ত হবার প্রস্তাব পাবার অল্প সময়ের মধ্যেই মাস্টার কার্ড প্রস্তাবটি গ্রহণ করে বলে উল্লেখ করেন মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। তিনি বলেন সম্ভবত পৃথিবীর কোনো অভিযানেই এখন পর্যন্ত মাস্টার কার্ড এভাবে যুক্ত হয়নি। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যুক্ত হতে পেরেছে মাস্টারকার্ড বাংলাদেশ। মাস্টারকার্ডের পক্ষ থেকেও তিনজন নারীই পুরো বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেছে। তিনি আশা পোষণ করেন, এমন অভিযান চলমান থ াকবে এবং মাস্টারকার্ড তাদের সাধ্যমতো পাশে থাকার চেষ্টা করবে। ভবিষ্যতে ৫ জনের জায়গায় আরও বেশি সংখ্যক মেয়ে যাতে অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই প্রচেষ্টাও তিনি করবেন।

অভিযানের দলনেতা নিশাত মজুমদার অভিজ্ঞ পর্বতারোহী হলেও এটাই ছিল তার প্রথম শীতকালীন অভিযান। সাধারণ সময়ের চেয়ে শীতকালীন অভিযান অনেক বেশি কষ্টকর। তিনি বলেন, পুরো অভিযানে আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল খাবার ও পানি ছাড়া পর্বতের চূড়ায় যাওয়া। চারপাশে পানি থাকলেও তীব্র শীতে সবকিছু বরফ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সাথে থাকা গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছিল বরফ গলিয়ে পানিতে রূপান্তর করার আগেই। একটা পর্যায়ে আমার দুজন টিমমেট বেশ ভেঙে পড়েছিল। তারপরও শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে মানসিক শক্তি দিয়ে তারা এগিয়ে গিয়েছে। অভিযানে থাকাকালীন অনেক মেয়ে ভবিষ্যতে এমন আয়োজনে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই অভিযানের মাধ্যমে যদি একজন নারীকেও স্বপ্ন দেখাতে, নিজের স্বপ্নের পথে চলতে সহযোগিতা করতে পারি, একজনও যদি সুলতানা হয়ে উঠে তাহলেই এই অভিযান সার্থক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দলের নবীন ট্রেকার অর্পিতা দেবনাথ ছোটবেলা থেকেই কড়া শাসনে বড় হয়েছে। পড়াশোনার বাইরে গিয়ে খেলাধুলার তেমন সময়ই পাননি। সদ্য স্নাতক অর্পিতা মনে করে মানুষ তাঁর স্বপ্নের চেয়ে বড় এটা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে এই অভিযানে গিয়ে। পরিচিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে কিছু করার সাহস তার মধ্যে ছিল না, তবে সে যখন হিমালয়ের দুর্গম পথে অভিযানে অংশগ্রহণ করলো সেটাও আবার শীতকালীন সময়ে, এটা আত্মবিশ্বাসী হতে অনেক সহযোগিতা করেছে। আরেক নবীন ট্রেকার মৌসুমী আক্তার এপি দৌড়বিদ ও সাইক্লিস্ট হলেও এটাই ছিল তার প্রথমবারের মতো হিমালয়ে যাত্রা। এডভেঞ্চার কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকলেও শীতে তার নানারকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, হাই অল্টিচুট সিকনেস ছাড়াও বেশ কয়েকবার শারীরিক অসুস্থায় ভোগেন। টিমের অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতার মাধ্যমে পুরো অভিযান সম্পন্ন করেন। এপির মতে, বেগম রোকেয়া তো এমনই স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে নারীরা একসাথে সবাই মিলে এগিয়ে যাবে তাদের স্বপ্নের পথে।

দলের পর্বতারোহী তাহুরা সুলতানা রেখা মনে করেন প্রত্যেকটা মেয়েই স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখতে চায়। এই স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ পেতে সহজ হয় যদি অন্য সুলতানারা হাত বাড়িয়ে দেয়। হিমালয়ে পথ চলতে গিয়ে শারীরিক কষ্টে যখন মনে হয় আর সামনে যাওয়া সম্ভব নয় তখন অনুপ্রেরণামূলক একটু কথ ার কারণেই মানুষ চলে যেতে পারে পর্বতের চূড়ায়। হিমালয়ের দুর্গম যাত্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি নারীদের পিরিয়ডের মতো বিষয়েরও সম্মুখীন হতে হয়। এতকিছুর মধ্য দিয়ে একজন নারীকে এগিয়ে যেতে হয় স্বপ্নপূরণে।

দলের সর্বশেষ পর্বতারোহী ইয়াছমিন লিসা বলেন, দুই মাস আগেই ছয় হাজার মিটার দুটি পর্বত অভিযান শেষ করে আসি, কিন্তু শীতকালীন অভিযান যে এত কঠিন হতে পারে চিন্তায়ও ছিল না। এই অভিযানে আমরা বিভিন্নভাবে দেখেছি সুলতানার স্বপ্ন এখনও কত প্রাসঙ্গিক। যাবার দিন প্লেনে বসে নারী পাইলটের নাম শুনেই মনে হচ্ছিল সুলতানার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। বাংলাদেশের মেয়েরা উড়োজাহাজ চালাতে পারে, হিমালয়ে পর্বত অভিযান করতে পারে। এই অভিযানে শারীরিকভাবে আমরা পাঁচজন থাকলেও এই যাত্রায় বাংলার প্রতিটি নারী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, সুলতানার স্বপ্ন এত বছর আগে লেখা হলেও, এটি এমন একটা সৃষ্টি যার মধ্যে এতরকম উপাদান যা আমাদের বিস্মিত করে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অপ্রকাশিত একটি লেখা– কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন, যেখানে লেখা ছিল বাংলাদেশের শিয়রেই হিমালয় কিন্তু খুব কম বাঙালিই হিমালয় দেখতে যায়। তখন নারীদের হিমালয়ে যাওয়ার কথাই ছিল না, কিন্তু আজকে আমরা দেখছি এই পঞ্চকন্যা টিম সুলতানাজ ড্রিম হিমালয় জয়ের স্বপ্নপূরণ করে এসেছে। অনেকভাবে সুলতানার স্বপ্ন পল্লবিত হচ্ছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে সুলতানার স্বপ্ন বইটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ জীবেশ রায়মাঝির উদ্যোগে নেপালি ভাষায় অনুদিত হচ্ছে। খুব দ্রুততম সময়ে সুলতানার স্বপ্ন আমরা নেপালি ভাষায় পাবো। ভবিষ্যতে নানাভাবে এটা নিয়ে কাজ হবে। এভাবেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। এই অভিযান আগামীতে প্রতিবছর হবে, আরও আরও নারীরা অংশগ্রহণ করবে। নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই স্বপ্নটা এগিয়ে যাবে।

ইয়াছমিন লিসা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ইউনেস্কোর অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' উদ্‌যাপন বিষয়ক প্রতিবেদন

নারী যখন স্বপ্ন দেখে এবং এগিয়ে যায় তখন সে শুধু নিজেকে নয় বরং পুরো সমাজকে এগিয়ে নেয় এবং অন্য নারীদের জন্য তা হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণার বিষয়। 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' শিরোনামে পাঁচ নারীর হিমালয় অভিযানের সংবাদ How a Literary Masterpiece Inspired an All-Women's Expedition to the Himalayas- শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ইউনেস্কোর অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে। পড়তে ক্লিক করুন এই লিংকে-
https://www.unesco.org/en/articles/how-literary-masterpiece-inspired-all-womens-expedition-himalayas

তৃতীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ, যার মধ্য দিয়ে পরাধীনতা থেকে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। দেশটা স্বাধীন না হলে আজকে যে অবস্থানে আমরা আছি সেখানে এসে পৌঁছাতে পারতাম না। এই মুক্তিযুদ্ধকে কোন অজুহাতে, কোন কৌশলে অস্বীকার করার কোন প্রয়াস যদি হয় তবে তার বিপরীতে সবচাইতে শক্তিশালী অস্ত্র হবে গবেষণা। মানসম্মত মৌলিক গবেষণা মুক্তিযুদ্ধের যথার্থতা তুলে ধরবে।’

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তৃতীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বেধনী আয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী কথাগুলো বলেন। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশে গবেষণার জায়গাটা খুব দুর্বল, এখানে বেশিরভাগ গবেষণা করা হয় পেশাগত জীবনে উন্নতির জন্য, কিন্তু প্রকৃত গবেষণা ব্যতিত কোন দেশ আগায় না, যে কারণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের গবেষণার ক্ষেত্রে প্লেজারিজম বা অনৈতিক কোন পন্থা অবলম্বন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন গবেষণা অবশ্যই হতে হবে প্রাইমারি সোর্স ভিত্তিক, সেকেন্ডারি সোর্স সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠাকালীন ট্রাস্টিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যখ্যা করে তিনি বলেন, এই জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধের গবেষণাভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস তুলে ধরতে কাজ করছে। তিনি মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধ একটি বহুমাত্রিক ক্ষেত্র যার অনেক দিক ৫৪ বছর পরেও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছেন। তিনি প্রত্যাশা করেন গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে উদ্বুদ্ধ প্রশিক্ষণার্থীরা মানসম্মত গবেষণায় আগ্রহী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের অজানা দিকগুলোকে তুলে ধরবে, এতে করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন পূর্ণ হবে তেমন দেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসে সমৃদ্ধ হবে।

কোর্স পরিচালক অধ্যাপক ড. আবু মোহম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, গবেষণার প্রতি তরুণদের আগ্রহ বাড়ছে এটা আশাপ্রদ। তার মতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে দশ হাজারের বেশি হলেও গবেষণার সংখ্যা দুইশ’র বেশি নয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা যেমন অপ্রতুল তেমন এর মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। মানের দিক থেকে হয়তো ২০/২৫ টিকে প্রকৃত গবেষণা বলা যায়। আগামীর গবেষকদের খুঁজে বের করতে হবে কোন কোন দিক নিয়ে কাজ হয়নি। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন মুক্তিযুদ্ধে ডোমদের ভূমিকা কেউ জানে না। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত গণহত্যায় শহিদ সকলের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ ছিল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। এই পোস্টমর্টেম করেছিলো যে ডোমেরা, তারা প্রকৃত তথ্য দিতে পারবে, এছাড়া সুইপার, ট্রাক ড্রাইভার যারা মৃতদেহ সরিয়ে নিতেন তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েও কোন কাজ হয়নি। আবার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্টসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট ও তার প্রভাব, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভূমিকা এমন অসংখ্য বিষয় আছে যা নিয়ে গবেষণা হতে পারে। বর্তমান কোর্স সম্পর্কে তিনি বলেন, এই কোর্সটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে করে শুধু ইতিহাসের গবেষকরা নন বরং সামাজিক গবেষণার যেকোন ক্ষেত্রে এই কোর্সের অভিজ্ঞতা ভূমিকা রাখবে। তিনি আশা করেন আগামী এক মাস প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ শেখার চেষ্টা করবেন।

৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া কোর্সটির শেষ হবে ১৫ মার্চ ২০২৫। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শতাধিক আগ্রহী প্রার্থীর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৩০ জনকে নিয়ে চলছে কোর্সটি।

মানুষের মধ্যে অসংখ্য পৃথিবী তৈরি করে পাঠাভ্যাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নারীর অবদান স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যে একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি সেক্ষেত্রে নারীর অবদানটা খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। মেয়েদের উপলব্ধি করতে হবে, নারীদের সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া তাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে এই দেশটিকে স্বাধীন করা কঠিন হতো।’

বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির আহ্বায়ক মো. শাহনেওয়াজ বলেন, ২৭টি পাঠাগারের সদস্য রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পড়েছে। সুলতানার স্বপ্ন কেন্দ্র করে বহুরূপে বহুকাজ হয়েছে। এই আয়োজনের সুযোগ করে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সকলের সম্মিলিত মিলনস্থল হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। প্রতিটি গ্রন্থাগারে ‘সুলতানার স্বপ্নঘর’ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সুলতানার স্বপ্নঘর বাস্তবায়ন হলে গ্রন্থাগারগুলো সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নারী জাগরণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

উইমেন্স উইন্টার এক্সপেডিশনের দলনেতা নিশাত মজুমদার প্রথমেই অংশ নেয়া পাঁচ নারী অভিযাত্রীর সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘সবাইকে যে এভারেস্ট জয় করতে হবে তা নয়। তোমার মনের ভেতর যে উঁচু জায়গা আছে, যেখানে তুমি উঠতে চাও, সেখানে পৌঁছানোটাও বিজয়। সুলতানার মতো স্বপ্ন দেখবো আমরা। আমাদের বুকের ভেতর যে মাউন্ট এভারেস্ট আছে সেটা জয় করবো।’

এরপর সুলতানার স্বপ্ন পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীর মধ্যে তিনটি বিভাগে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। পাঠ-প্রতিক্রিয়া লেখায় অংশগ্রহণ করে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী। স্কুল পর্যায়ে ক-বিভাগে সেরা দশজন, কলেজ পর্যায়ে খ-বিভাগে সেরা দশজন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ-বিভাগে সেরা পাঁচ জনকে সনদপত্র ও পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয় বই।

ক-বিভাগে গ্রন্থবিতান-এর পুরস্কার বিজয়ী রোকসানা আক্তার ঋতু অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, ‘নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ শক্তিশালী প্রতিবাদ। রোকেয়ার এই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী আমাদের জানান দেয় যে, শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারীর জন্যও সমান সুযোগ এবং অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।’

খ-বিভাগে পুরস্কার বিজয়ী বেরাইদ গণপাঠাগারের সদস্য কারিমা ফেরদৌসী কেকা অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা আমাদের দেশটাকে যেভাবে দেখতে চাই, যেরকম একটা দেশের স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্নটা বেগম রোকেয়া ১২০ বছর আগে দেখেছিলেন। সুলতানার স্বপ্ন পড়ে আমি অনুপ্রেরণা পাচ্ছি; আমার স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে চাই।’

সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, আজকে আমরা একটা নতুন অভিযাত্রা শুরু করলাম। ছোটো আকারে ২৭টি গণগ্রন্থাগার নিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে কিন্তু এটা আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া যায়। পাঠাগারগুলো আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে বই পড়া কার্যক্রম কেবল পড়ার মধ্যে সীমিত নয়। বই পড়ে যে প্রতিক্রিয়া লেখা, আলোচনা এবং তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে। এর সঙ্গে নানারকম সাংস্কৃতিক কাজ যুক্ত হতে পারে। নারীর স্বাভাবিক সুন্দর জীবন যেটা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, তার বিরুদ্ধে নারীরাই নিজেদের শক্তি নিয়ে জেগে উঠতে পারে। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ১২০ বছর আগে ওরকম একটা লেখা লিখলেন, যে লেখাটা পাঠ করলে নারী তার ভেতরে একটা শক্তি অনুভব করতে পারে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তার দৃষ্টিভঙ্গিটা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারে। শেষ বিকেলে পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ করে আনন্দ-আড্ডা ও ছবি তোলায় মেতে ওঠে শিক্ষার্থী এবং পাঠগারের সদস্যবৃন্দ।

মির্জা মাহমুদ
ইয়াছমিন লিসা

বাংলাদেশ হাসপাতাল-চিকিৎসাযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবাদানের জন্য ভারতের আগরতলার বিশ্রামগঞ্জে একটি হাসপাতাল গড়ে উঠেছিলো। হাসপাতালটি বাংলাদেশ ফোর্সেস হাসপাতাল বা বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল নামে পরিচিত ছিল। ৪৫০ বেডের হাসপাতালটিতে সার্জিক্যাল, মেডিক্যালের মতো জরুরি ওয়ার্ড ছিল। বাংলাদেশ হাসপাতালটি প্রথমে সোনামূড়ার ফরেস্ট বাংলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠালগ্নে ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ-এর সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার খবর জেনে সেখানে শেলিং শুরু করলে জুলাই মাসে হাসপাতালটি সরিয়ে দারোগাবাগিচায় টিলার উপর কয়েকটা তাঁবু গেড়ে হাসপাতালের কার্যক্রম চালানো হয়। পরবর্তীতে ২৬ আগষ্ট ১৯৭১ আগরতলার বিশ্রামগঞ্জে কয়েকটা বাঁশের ঘর তুলে হাসপাতালের কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়।

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নয়জন চিকিৎসাযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তারা হলে, আব্দুল মবিন, সুলতানা কামাল, আসমা নিসার, এ জেড এস সাদেকুর রহমান, পদ্মা রহমান, সৈয়দা ওবায়দুন নাহার খুকু, মীনু হক, সাঈদা কামাল ও রেশমা আমিন।

বহুদিন পরে সহযোদ্ধারা একসঙ্গে মিলিত হতে পেরে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধদিনের নানারকম স্মৃতিচারণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ডা. সারওয়ার আলী বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে নিয়োজিত চিকিৎসাযোদ্ধাদের ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ হাসপাতাল সংক্রান্ত কোনো স্মারক তাঁদের কাছে থাকলে তা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদানের আহ্বান জানান। 'বাংলাদেশ হাসপাতাল' নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যাপারে ট্রাস্টি মফিদুল হক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে একটি প্রদর্শনী করা যায় বলে তিনি জানান। এছাড়াও প্রদর্শনীতে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে 'বাংলাদেশ হাসপাতাল'-এর ইতিহাস জানানোর প্রয়াস নেয়া যেতে পারে বলে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। 'বিশ্রামগঞ্জ বাংলাদেশ হাসপাতাল' নিয়ে একটি বিশেষ কর্ণার প্রতিষ্ঠা করতে চিকিৎসাযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অনুরোধ জানান।

সংক্ষিপ্ত সভাশেষে আগত অতিথিরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন এবং 'বাংলাদেশ হাসপাতাল' প্রদর্শনীস্থলে গিয়ে যুদ্ধদিনের স্মৃতিচারণ করেন। চিকিৎসাযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ হাসপাতালের কিছু পুনরাউৎপাদিত আলোকচিত্র ও প্রকাশিত লেখা প্রদান করেন।

ইতিহাসের এই বৃহৎ ও মহান কাজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দায়িত্ব নিয়ে করে চলেছে তার জন্য জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ও এর সাথে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেন।

-আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস : ষোড়শ মাসিক বক্তৃতা

২-এর পৃষ্ঠার পর

বহু দশক ধরে অবহেলিত অবস্থায় ছিলেন, তাঁদেরকে আমরা একঘোরে করে রেখেছিলাম, অকথ্য বঞ্চনা, অপমান আর নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল তাঁদের, আমাদেরই হাতে এই স্বাধীন মাটিতেই। আমাদের সমাজে যেখানে ধর্ষণ ভুক্তভোগীর জন্য লজ্জা আর ধিক্কারের কারণ বলে মনে করা হয়, আর ধর্ষণকারী আড়ালেই থেকে যায়।

লুকায়িত সত্য উন্মোচনে জমাট বাঁধা কষ্টকে সামনে নিয়ে লিসা গাজী ২১ জন বীরাঙ্গনার মুখোমুখি হন। বীরাঙ্গনা রাজুবালা বলেন, মেয়েরা কষ্ট পাইতেছে গো, আসবার সময় বীরাঙ্গনা আছিয়া লিসা গাজীর হাত ধরে বলেন, কেউ শুনতে চায় না আর ঘৃণাও করে। বছর খানেক পর তাঁদের মধ্যে একজন বীরাঙ্গনা মারাও গেলেন। লিসা গাজী বলেন, এই চলে যাওয়া তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি আকুল হয়ে উঠলেন এটা ভেবে যে ওরা চলে যাচ্ছে ওঁদের গল্প একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই আকুলতায় বীরাঙ্গনা নারীদের জীবনীর ওপর নাটক তৈরি করতে তাঁকে আবারও দেশে ফিরিয়ে আনে। বহু মানুষের মিলিত সহযোগিতার ঐকান্তিকতায় 'বীরাঙ্গনা' নাটকের প্রথম মঞ্চায়নের সময়টা ঘনিয়ে এল স্থানটি ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তিনি বলেন, বীরাঙ্গনারা আমাদের ওপর দায়িত্ব দিল ওদের জীবনের বঞ্চনার গল্প, অসম সাহসিকতার গল্প, দুর্দমনীয় তেজের কথা, শহরে শহরে ছড়িয়ে দিতে বললেন। ওদের সেই দাবি, ইচ্ছে আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, ওদের ওপর সংঘঠিত অকল্পনীয় নির্যাতনের পরও ওরা এখনও সাহসী, মায়াময়, প্রাণশক্তিতে বলীয়ান এবং ভালোবাসার আধার। চরমতম দুর্ভোগের সময়ে ওদের এ বিশাল শক্তি এবং লাখো চেতনার উৎস কি ছিল সেই বিষয়গুলো তিনি তাঁর Rising Silence তথ্যচিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বলে জানান। Rising Silence তথ্যচিত্রটিতে ৯ জন বীরাঙ্গনার গল্প আছে এবং এটি ১৫টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে।

আতীত সিদ্দিক, রিসার্চ ইন্টার্ন
সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় : নারীমুক্তি, সমাজমুক্তি ও সুলতানার স্বপ্ন

৪-এর পৃষ্ঠার পর

নারী এখন ঘর থেকে বের হতে পারছেন বটে, কিন্তু নারীমুক্তি বলতে যা বোঝায় সেটা ঘটেনি। নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক পীড়নের ধরণ পাল্টেছে কেবল। নারীকে পণ্য করা হচ্ছে। শ্রমবাজারে নারী দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমিক। এখনও নারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যৌতুক প্রথা এখনও চলমান, বাল্য বিবাহ ঘটছে প্রতিনিয়ত। মর্যাদাপূর্ণ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন এখনও নারীর নেই।

নারীমুক্তি এবং সমাজমুক্তি একে অপরের পরিপূরক। একটা সমাজের অর্ধাংশকে শিকল পরিয়ে রেখে, অন্ধকারে রেখে সমাজমুক্তি সম্ভব নয়। নারীমুক্তি ঘটলেই সমাজমুক্তির পথ প্রসারিত হয়। সমাজের অর্ধেক অংশকে মূলধারায় যুক্ত না করে তাঁদের অযোগ্য আখ্যা দিয়ে ঘরে বন্দী করে তাদের সক্ষমতা এবং সম্ভাবনাকে দমিয়ে রেখে তাদের অধিকার আর স্বাধীনতাকে অস্বীকার অথবা সংকুচিত করে সমাজপ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। একটা সমাজের মুক্তি কতটুকু ঘটেছে সেটা বিচার করা যায় সমাজে নারী কতটা মুক্ত সেটা বিবেচনায় নিয়ে। তাই সমাজকে মুক্ত করতে হলে সমাজপ্রগতির পথে অগ্রসর হতে হলে নারীমুক্তিই হচ্ছে পূর্বশর্ত।

মননে, চিন্তায়, কর্মকাণ্ডে রোকেয়া ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রগামী। তখনকার কঠিন কঠোর রক্ষণশীল সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন নারীমুক্তি ছাড়া সার্বিক সামাজিক প্রগতি সম্ভব নয়।

তিনি মননে কতটা অগ্রসর ছিলেন সেটার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর 'সুলতানার স্বপ্ন' সাহিত্যকর্মে। সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থে সুলতানা চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা নারীর ব্যথা-বেদনার কথাই জানাতে চেয়েছেন। আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা নারীই গল্পে উল্লিখিত এরূপ একটা 'নারীস্থান' চায়। যেখানে তাঁরা মনন, প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারবে; সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং তার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবে। যেখানে সে বাঁচতে পারবে আত্মমর্যাদায় আর সম্মানে। যে রাজ্যের ধর্ম হবে প্রেম আর সত্য।

'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থে রোকেয়া দেখিয়েছেন নারীদের সুযোগ দিলে শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, সমরে, সংগ্রামে তাঁরা পুরুষের চেয়েও অধিক সাফল্য অর্জন করতে পারেন। কেবল শারিরীক বল এবং বিশালাকৃতির মস্তিষ্কের জোরে কৃতিত্ব এবং সাফল্য লাভ করা যায়- এ বক্তব্যকে তিনি নাচক করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন সিংহের বলবিক্রম আছে, বিশাল বপুর হাতির আছে বিশালাকৃতির মস্তিষ্ক। কিন্তু সিংহ এবং হাতি মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। এটা পুরুষজাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁদের দেহে বল এবং মস্তিষ্ক বৃহত্তর হলেও তারা নারীর উপর প্রভুত্ব করতে পারেন না।

গ্রন্থে বর্ণিত দুই কর্মঘণ্টা কাজ করা, রসায়নাগারে গবেষণাসহ সকল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নারীমুক্তি এবং সমাজমুক্তির দারুণ এক প্রস্তাবনা। বিভিন্ন অতিমারী যে সমাজের নিপীড়িত এবং দুর্বলবর্গকে বেশি আক্রান্ত করে সেটি তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান সমর্থন করে।

গ্রন্থে বর্ণিত শ্রমবিভাজনটাও চমকপ্রদ। পুরুষেরা দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ করেন এবং মানসিক শ্রমসাধ্য কাজ করেন নারীরা। সেখানে মানসিক এবং শারীরিক শ্রমের মধ্যে মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই। তিনি দেখিয়েছেন নারী এবং পুরুষ একে অপরের পরিপূরক।

মো. মোকতার আহমদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পাঠাগার : গ্রন্থবিতান

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ-উৎসব : ক্যামেরাবন্দী কিছু মুহূর্ত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official